গাংনীতে ইয়থদের উদ্যোগে সাঁকো নির্মাণ

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে চলাচলের একমাত্র রাস্তা ভারি বর্ষনের ফলে পানির নিচে ডুবে যায়। যার ফলে পানি বন্দি জীবন যাপন করছে শতাধিক পরিবার।

আজ বৃহস্পতিবার ইয়ূথদের উদ্যোগে তৈরি হলো সাধরণ জনগণের চলাচলের জন্য সাঁকো।

ইয়ূথ সদস্য হুমায়ুন কবির জানান, এমন পানি বন্দি দেখে আমরা উদ্যোগ গ্রহন করেছি। সহযোগিতা করেছেন সমাজের বিত্তশালী মানুষ। তবে আমরা এমন একটি কাজ করে গর্বিত।

এ বিষয়ে বাশারুল ইসলাম জানান, সুধু সাঁকোই না বিভিন্ন প্রকার রাস্তা নির্মাণে ও ব্যাপক ভুমিকা পালন করছেন ইয়ূথ সদস্যরা।

এ বিষয়ে রাধাগোবিন্দপুর গ্রামের মেম্বার টুটুল ইসলাম জানান, রাস্তা টা অতিরিক্ত নিচু ও পাশে পুকুর থাকার কারনে একটু পানি হলেই পানি জমে। তবে এবার সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করে রাস্তায় মাটি দিয়ে রাস্তা উচু করে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রায় তিন সপ্তাহ চুয়াডাঙ্গা পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন ও মুক্ত ছিল। স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নির্দেশনায় প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গায়। যেমন টি হয়েছিল মেহেরপুর ও টাঙ্গাইল সহ দেশের অপর কয়েক টি স্থানে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

ঈদে ৬ জামাত বায়তুল মোকাররমে

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজের ছয়টি জামাত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এসব জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ।

১ আগস্ট ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। এতে ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মো. মিজানুর রহমান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী কাজী মাসুদুর রহমান।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ঈদের দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী হাবিবুর রহমান মেশকাত।
সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা ইসহাক।

ঈদের নামাজের চতুর্থ জামাত সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম। জাতীয় মসজিদের চিফ খাদেম মো. শহীদুল্লাহ মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন।

পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ১০টায়। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা ওয়ালিয়ূর রহমান খান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুল মান্নান।

ঈদুল আজহার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১১টা ১০ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক উপ-পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুর রাজ্জাক।

ঈদের জামাতে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে নিজ নিজ জায়নামাজ নিয়ে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মসজিদে এসে নামাজ আদায়ের জন্য বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আমাকে নিষিদ্ধ করার কারণ আমি আজও জানি না: আজহারউদ্দিন

ম্যাচ গড়াপেটার কারণে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজহারউদ্দিনকে আজীবন নির্বাসিত করেছিল বিসিসিআই। কিন্তু আদালেতে এই নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন তিনি। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার কারণে আজহারউদ্দিনকে বিসিসিআই আজীবন নির্বাসনে পাঠায়।

তবে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে আজহারউদ্দিনের বিরুদ্ধে নির্বাসন প্রত্যাহার করার জন্য বোর্ডকে নির্দেশ দেয় ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট। ২০১২ সালে আদালত এটিকে ‘অবৈধ’ বলে অভিহিত করে।

ক্রিকেট পাকিস্তান ডটকমের ওয়েবসাইটে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে আজহারউদ্দিনতার জীবনের অন্যতম কঠিনতম সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যা ঘটেছে তার জন্য আমি কাউকে দোষ দিতে চাই না। তবে আমাকে নিষিদ্ধ করার কারণ আমি আজও সত্যিই জানি না৷

সাবেক ভারত অধিনায়ক আরও বলেন, তবে আমি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আমি কৃতজ্ঞ যে ১২ বছর পর আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। তারপর হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। পরে আমি বিসিসিআইয়ের এজিএম-এ যোগ দিয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট বোধ করেছি।

আজহারউদ্দিন ৯৯টি টেস্ট খেলেছেন। ৪৫ গড়ে ৬১২৫ রান করেছেন। তিনি ৩৩৪ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন ৯৩৭৮।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গীতিকার অনুরূপ আইচের স্ত্রীর মৃত্যু

অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার অনুরূপ আইচের স্ত্রী শাহিদা আইচ নূশা শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মারা গেছেন। গত ২৮ জুলাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি আইচ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্বাসকষ্টসহ শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১০-১১ দিন আগে শাহিদা আইচ নূশা ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

ফেসবুকে অনুরূপ আইচ লিখেছেন, আমার লাইফে শান্তি এসেছিল নূশাকে বিয়ের পর থেকে। সেটা যখন আল্লাহ পাক নিয়ে নিল, তাহলে আমি যেভাবে থাকলে মহান মালিক খুশি থাকেন, তাই হোক।

দেশের সংগীতাঙ্গনে অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা অনুরূপ আইচ। এ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন সহস্রাধিক গান। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে শহীদ ও শুভমিতার গাওয়া ‘এক জীবন’, আইয়ুব বাচ্চুর ‘দিল’, হাসানের ‘অযুত লক্ষ নিযুত কোটি’,

মমতাজের ‘পাংখা’, আরফিন রুমীর ‘বল না কোথায় তুমি’, পড়শীর ‘তোমারই পরশ’, বেবি নাজনীনের ‘মরার কোকিল পার্ট-’, বিপ্লবের ‘মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী’, হাবিবের ‘চলতে চলতে দেখা হল’, আরফিন রুমি ও পুজার ‘তুমি আমার জীবনে সবকিছু’ ইত্যাদি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনী জুগিন্দার জাফর আলী

মেম্বর আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের জাফর আলী মেম্বর আর নেই। বৃহস্পতিবার সকালে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নি:স্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরীক নানা অসুখে ভুগছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটার দিকে তার জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

জাফর আলী ধানখোলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পাঁচ বারের মেম্বর। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিতি।

ধানখোলা ইউনিয়ন ‘খ’ ইউনিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন জাফর আলী।

তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে গাঁজা বাগান ধ্বংস

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে একটি গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে পুলিশ। বৃহষ্পতিবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম গাঁজা বাগানটির দুই শতাধিক গাঁজা গাছ কেটে ফেলে। এসময় গাঁজা চাষি দুলাল পালিয়ে গেলেও তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জানান, মটমুড়া গ্রামের কাশেমের ছেলে দুলাল তার বসত বাড়ি সংলগ্ন এক বিঘা জমিতে গাঁজা চাষ করছিল। গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমানের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম বুধবার রাত থেকে ওই বাড়ি বাগান ঘিরে রাখে। টের পেয়ে বাগান মালিক দুলাল পালিয়ে যায়। পুলিশ দুলালের স্ত্রী শেফালি, ছেলে শাকিল এবং মেয়ে শিউলী কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়।

বৃহষ্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও গাঁজা বাগান ধ্বংস করেন।

দুলালের পরিবার জানায়, দুলাল একজন মাছ ব্যবসায়ি। সে ওই জমিতে কি চাষ করেন তারা জানে না। স্থানীয় লোকজন জানান, দুলালের বাড়ি নির্জন জায়গায়। কেউ তার বাড়ির আশে পাশে চলাফেরা করে না। ফলে নির্বিঘ্নে সে গাঁজা চাষ করছিল।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মুরাদ আলী জানান, দুলাল মাছ ব্যবসার আড়ালে গাঁজা চাষ করছিল। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাত থেকেই দুলালের বাড়ি ও গাঁজা বাগান ঘিরে রাখে। বৃহষ্পতিবার সকালে গাঁজা বাগানের দুশোটিরও বেশি গাঁজা গাছ কেটে সেগুলো আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়া হয়েছে তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। সম্পৃক্ততা পেলে এদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় চলাচলের প্রধান সড়কে হাটুপানি

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের চলাচলের প্রধান সড়কে এখন হাটুপানি। এতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ জনগন।

স্থানীয় দের সাথে কথা বললে জানান, হালকা বৃষ্টিতেই হাটুপানি হয়ে যায় চলাচলের প্রধান সড়কটিতে। পানি বের হওয়ার ও কোন পথ নেই।

ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছাড়া বের হওয়ার ও কোন উপায় নেই। তবে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই আমরা।

যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে চরম ঝুঁকি। একটু অসাবধান হলেই পড়তে হবে মরণ ফাঁদের সেই গভীর পুকুরে। এ দিক দিয়ে দুর্ভোগে আছেন সকল প্রকার যানবাহন চালকেরা।

স্থানীয় জাব্বারুল ইসলাম জানান, বাসায় ছোট ছোট বাচ্চা সে নিয়েও

আছি বিপদে না জানি কখন ছুটে যায় আর শুনতে হয় বিপদের কথা।

জানু রহমান জানান, নামাজে যাবার রাস্তাটাও তলিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে দুর্ভোগের স্বীকার হচ্ছে মুছল্লিগণ।

এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গ্রামের মেম্বার মহব্বত আলী জানান, কোন বছরেই এমন ঘটনা ঘটেনি এবার ভারীবর্ষণের ফলেই পুকুর ছাপিয়ে রাস্তায় এমন পানি জমেছে। তবে এর জন্য বড় ধরনের ড্রেনেজ ব্যাবস্থার প্রয়োজন। আমি চেষ্টা করবো যত দ্রুত সম্ভব এই কাজের সমাধান নিয়ে আসার।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, ভারীবর্ষণের ফলে রাস্তার এমন দষা সত্যিই দুঃখ জনক তবে এর ঠিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব এখানে একটা ড্রেনেজ ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজ সম্পন্ন হলেই জনদুর্ভোগ লাঘব হবে।

আমলা যখন রিয়েল হিরো…

মুজিবনগরের হিরো খ্যাত উসমান গনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই যোগদান করেন। সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ইতোমধ্যে মন জয় করেছেন সবার।

করোনা মোকাবেলায় ওসমান গনির নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশব্যাপী বেশ সাড়া ফেলেছিল। মুজিবনগর থেকে সৃষ্টি বক্স সেপ হাট সারা দেশের মডেল। প্রধানমন্ত্রীও তার বক্স সেপ হাটের প্রশংসা করেছেন।

এছাড়াও করোনা প্রতিরোধে দিনরাত পরিশ্রম করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। তার প্রচেষ্টায় এখনো পর্যন্ত দেশের অন্যান্য উপজেলার মধ্যে মুজিবনগরে করোনা রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। ঝিনাইদহে কর্মরত থাকাকালে খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ ইউএনওর খেতাব পান তিনি।

করোনাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থেকেছেন সাধারণ জনগনের পাশে। মুজিবনগরের নির্বাহী অফিসার হিসেবে সাধারণ মানুষের ভরসার স্থান

হিসেবে ছিলেন তিনি।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদন্নতি পেয়েছেন। উসমান গনির বিদায় মুজিবনগরের মানুষের সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়বিদারক। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আফসোস প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

একজন ইউএনও হিসেবে অফিসিয়াল কর্মকাণ্ডের বাইরে মানবিক বোধ সমপন্ন তিনি অনেক কাজ করেছেন। এতে অনেক অসহায়ের ভাগ্য বদলেছে। একজনকে গাঁজা খাওয়ার অপরাধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যেমে সাজা দিতে গিয়ে সাজার পরিবর্তে দিয়ে এসেছেন ঘর। একজন শিক্ষানুরাগী হিসেবে তার অবদান বেশ। তিনি মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের একজন প্রতিবন্ধি মানুষের মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা করেছেন।

মেয়ের বাবা রতনপুর গ্রামের মাইকেল মন্ডল জনান, আমার মেয়ে মেঘলা মন্ডল। সে এবার বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাইন্স থেকে (এ+) পেয়েছে। আমার মেয়ের স্বপ্ন সে একদিন অনেক বড় হয়ে আমাদের কষ্ট ঘুচাবে। কিন্তু আমি একজন প্রতিবন্ধি মানুষ হয়ে আমার মেয়ের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারছিলাম না। তাই আমার মেয়েকে নিয়ে একদিন ইউএনও স্যারের কাছে গিয়েছিলাম।

তিনি আমার ঘটনা শোনার পর আমার মেয়ের পুরো পরাশুনার দায়িত্ব নেন। যেটা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। তবে তিনার বিদায়ের কথা শুনে খুব কষ্ট লাগছে। তবে সব সময় দোয়া করবো তিনি যেখানেই থাকুক তিনি ভালো থাকুক।

ঘর পাওয়া ইসলাম শেখ (বিহারী) জানান, আমাকে কোন এক কারণে ইউএনও স্যার জরিমানা করতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আমার ঘরবাড়ি দেখে তিনার মানবতার দিক থেকে আমাকে সাজা না দিয়ে একটি ঘরের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছেন। ইউএনও স্যারের মত লোক হয় না।

গৌরীনগর গ্রামের স্কুল শিক্ষার্থী ও মুজিবনগর কোভিট-১৯ ভলেন্টায়ার সদস্য সাবিরিন রহমান জানান, উসমান গনি স্যারের মত একজন একটিভ অফিসার এর আগে দেখিনি। তিনি কখনো অলস্য দেখান নি। স্যারের কাছে যে কোন সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি সাথে সাথেই সেই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন।

তাছাড়া আমি ভলেন্টিয়ার হিসাবে স্যারের সাথে কাজ করার সুযোগ